



11497 - ওজু করার পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমি আশা করছি, একজন নারী কভাবে ওজু করবে সে ব্যাপারে আমাকে অবহতি করবেন। আমি আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রশ্নটি পশে করছি। আমি আরও আশা করছি- ইংরেজী বর্ণে আয়াতুল কুরসীর আরবী শব্দগুলো কভাবে পড়তে পারি সে ব্যাপারে আমাকে জানাবেন। আমি সুন্দর সুন্দর আয়াতগুলো শিখিতে চাই যগুলোতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের সম্পর্কে আলোচনা করছেন। আমি একান্তভাবে আশা করছি, আপনারা আমার এ প্রশ্নের জবাব দিবেন। কারণ উত্তরটি জানার জন্য আমার অন্তর ব্যাকুল হয়ে আছে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের প্রিয় নবী, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীবর্গের ওপর দয়া করেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি; যিনি আপনার জন্য হৃদয়ের পথকে সহজ করে দিয়েছেন, আপনার অন্তরকে খুলে দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে ও আপনাকে তাঁর আনুগত্যের ওপর অবচল রাখেন। আপন ধর্মীয় বিষয়গুলো শেখার জন্য আপনার উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা আপনাকে অব্যাহতভাবে ইলম অর্জনের উপদেশে দিচ্ছি; যে ইলমের মাধ্যমে আপনি আপনার ইবাদতকে নরিভুল করতে পারবেন। আরবী ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহী হতে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করি; যাতে করে আপনি কুরআন শরীফ পড়তে পারেন ও যথাযথভাবে কুরআন বুঝতে পারেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনাকে কল্যাণকর ইলম দান করেন।

ওজুর পদ্ধতি:

ওজু করার দুটো পদ্ধতি রয়েছে-

ক. ফরয পদ্ধতি। সটো হচ্ছে-

১। সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা। এর মধ্যে- গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দিয়েও অন্তর্ভুক্ত হবে।



২। কনুই পর্যন্ত হাত একবার ধৌত করা।

৩। সমস্ত মাথা একবার মাসহে করা। এর মধ্যে কানদ্বয় মাসহে করাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪। দুই পায়ে টাঁকনু পর্যন্ত একবার ধৌত করা।

পূর্ববোক্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রে ‘একবার’ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- সংশ্লিষ্ট অঙ্গে কোন অংশ যেন ধোয়া থেকে বাদ না পড়ে।

৫। এই ক্রমধারা বজায় রাখা। অর্থাৎ প্রথম মুখমণ্ডল ধৌত করবে, এরপর হাতদ্বয় ধৌত করবে, এরপর মাথা মাসহে করবে, এরপর পা দুইটি ধৌত করবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ক্রমধারা বজায় রেখে ওয়ু করছেন।

৬। পরম্পরা রক্ষা করা। অর্থাৎ উল্লেখিত অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে পরম্পরা রক্ষা করা; যাতে করে একটি অঙ্গ ধোয়ার পর অপরটি ধোয়ার মাঝখানে স্বাভাবিকের চয়ে দীর্ঘ সময়ের বিরতি না পড়ে। বরং এক অঙ্গে পরপর অপর অঙ্গ ধারাবাহিকভাবে ধৌত করা।

এগুলো হচ্ছে- ওজুর ফরয কাজ; ওজু শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে।

এ কাজগুলো ওজুর ফরয হওয়ার পক্ষে দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

“হে মুমনিগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথায় মাসহে কর এবং পায়ে টাঁকনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও; এবং যদি তোমরা জুনুবী অবস্থায় থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কউে পায়খানা থেকে আসে, বা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে; তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসহে করবে। আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা করতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নয়োমত সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।”[সূরা মায়দা, আয়াত: ৬]

খ. মুস্তাহাব পদ্ধতি: যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে; ওয়ুর বিস্তারিত পদ্ধতি নমিনরূপ:

১। ব্যক্তি নিজ পবিত্রতা অর্জন ও হাদাস (ওজু না থাকার অবস্থা) দূর করার নিয়ত করবে। তবে নিয়ত উচ্চারণ করবে না। কেননা নিয়তের স্থান হচ্ছে- অন্তর। সকল ইবাদতের ক্ষেত্রেই নিয়তের স্থান অন্তর।

২। বসিমিল্লাহ বলবে।

৩। হাতেরে কব্জদ্বয় তনিবার ধৌত করবো।

৪। এরপর তনিবার গড়গড়া কুলি করবো (গড়গড়া কুলি: মুখেরে ভেতরে পানি ঘুরানো)। বাম হাত দিয়ে তনিবার নাকে পানি দিবে ও তনিবার নাক থেকে পানি ঝড়ে ফেলে দিবে। ‘ইস্তিনশাক’ শব্দরে অর্থ- নাকেরে অভ্যন্তরে পানি প্রবশে করানো। আর ‘ইস্তিনসার’ শব্দরে অর্থ- নাক থেকে পানি বেরে করে ফেলা।

৫। মুখমণ্ডল তনিবার ধৌত করবো। মুখমণ্ডলেরে সীমানা হচ্ছে- দৈর্ঘ্যে মাথার স্বাভাবিকি চুল গজাবার স্থান থেকে দুই চোয়ালেরে মলিনস্থল ও থুতনি পর্যন্ত। প্রস্থে ডান কান থেকে বাম কান পর্যন্ত। ব্যক্তিতার দাঁড়ি ধৌত করবো। যদি দাঁড়ি পাতলা হয় তাহলে দাঁড়ির ওপর ও অভ্যন্তর উভয়টা ধৌত করবো। আর যদি দাঁড়ি এত ঘন হয় যে চামড়া দেখা যায় না তাহলে দাঁড়ির ওপর অংশ ধৌত করবো, আর দাঁড়ি খালি করবো।

৬। এরপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত তনিবার ধৌত করবো। হাতেরে সীমানা হচ্ছে- হাতেরে নখসহ আঙুলেরে ডগা থেকে বাহুর প্রথমাংশ পর্যন্ত। ওজু করার আগে হাতেরে মধ্যে আঠা, মাটি, রঙ বা এ জাতীয় এমন কিছু লগে থাকলে যগুলো চামড়াত পানি পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সেগুলো দূর করত হবো।

৭। অতঃপর নতুন পানি দিয়ে মাথা ও কানদ্বয় একবার মাসহে করবো; হাত ধোয়ার পর হাতেরে তালুতে লগে থাকা অবশিষ্ট পানি দিয়ে নয়। মাসহে করার পদ্ধতি হচ্ছে- পানিতে ভজো হাতদ্বয় মাথার সামনে থেকে পছনেরে দিকে নবি; এরপর পুনরায় যখন থেকে শুরু করছে সেখানে ফিরিয়ে আনবো। এরপর দুই হাতেরে তর্জনী আঙুল কানেরে ছদ্রিতে প্রবশে করাবো এবং বৃদ্ধাঙুল দিয়ে কানেরে পঠিদ্বয় মাসহে করবো। আর মহিলার মাথার চুল ছড়ে দেয়া থাকুক কিংবা বাঁধা থাকুক; মাথার সামনেরে অংশ থেকে ঘাড়েরে ওপর যখনে চুল গজায় সেখানে পর্যন্ত মাসহে করবো। মাথার লম্বা চুল যদি পঠিরে ওপর পড়ে থাকে সে চুল মাসহে করত হবো না।

৮। এরপর দুই পায়েরে কা’ব বা টাকনু পর্যন্ত ধৌত করবো। কা’ব বলা হয় পায়েরে গোছার নমিনাংশরে উঁচু হয়ে থাকা হাড়দ্বয়কে। দলিল হচ্ছে ইতিপূর্বে উল্লেখিত উসমান (রাঃ) এর ক্রীতদাস হুমরান এর বর্ণনা যে, একবার উসমান বনি আফফান (রাঃ) ওয়ুর পানি চাইলেন। এরপর তিনি ওয়ু করতে আরম্ভ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন), উসমান (রাঃ) হাতেরে কব্জদ্বয় তনিবার ধুইলেন, এরপর কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন। এরপর তনিবার তার মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং ডান হাত কনুই পর্যন্ত তনিবার ধুইলেন। অতঃপর বাম হাত অনুরূপভাবে ধুইলেন। অতঃপর তিনি মাথা মাসহে করলেন। এরপর তার ডান পা টাকনু পর্যন্ত তনিবার ধুইলেন। অতঃপর অনুরূপভাবে বাম পা ধুইলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার এ ওয়ুর করার ন্যায় ওয়ু করতে দেখেছি এবং ওয়ু শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, যে ব্যক্তি আমার এ ওয়ুর ন্যায় ওয়ু করবে এবং একান্ত মনোযোগেরে সাথে দু’রাকাআত সালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তির পছনেরে সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।”[সহিহ মুসলিম, ত্বহরাত ৩৩১]



ওজু শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে- ইসলাম গ্রহণ করা, আকলবান হওয়া, বুঝদার হওয়া ও নিয়িত করা। এসব শর্তের কারণে কোন কাফরে ওয়ু করলে ওয়ু হবে না। পাগলরে ওয়ু হবে না। বুঝদার হয়নি এমন শিশুর ওয়ু হবে না। নিয়িত করনি এমন ব্যক্তির ওয়ু হবে না; উদাহরণতঃ কটে যদি ঠাণ্ডা উপভোগ করার নিয়তে এ অঙ্গগুলো ধৌত করে। ওয়ু শুদ্ধ হওয়ার জন্য পানি পবিত্রকারী হতে হবে। নাপাক পানি দিয়ে ওয়ু শুদ্ধ হবে না। অনুরূপভাবে ওয়ু শুদ্ধ হওয়ার জন্য যসেব বস্তু চামড়াতে ও নখে পানি পৌঁছতে বাধা দিয়ে সসেব জনিসি দূর করতে হবে; যমেন- মহলিদরে নখরে মধ্যে ব্যবহৃত নহেল পলিশ।

জমহুর আলমেরে মতে, ওয়ুতে বসিমল্লাহ পড়ার বধিান রয়েছে। তবে আলমেরো মতানকৈষ করছেন— বসিমল্লাহ পড়া ওয়াজবি নাকি মুস্তাহাব? ওয়ুর শুরুতে কথিবা মাঝখানে যে ব্যক্তির স্মরণে থাকে তার উচতি বসিমল্লাহ পড়া।

পুরুষ ও মহিলার ওয়ু করার পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য নাই।

ওয়ু সমাপ্ত করার পর এই দোয়া বলা মুস্তাহাব: ‘আশহাদু আনলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারকি লাহ। ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ’। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “তোমাদের কটে যখন ওয়ু করে এবং পরপূর্ণভাবে পানি পৌঁছায় কথিবা (বলছেন) পরপূর্ণভাবে ওয়ু করে এরপর বলে: ‘আশহাদু আনলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারকি লাহ। ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ’ (অর্থ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। তিনি এক। তাঁর কোন শরকি নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল) তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজায় খুলে দেয়া হয়। সে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে দরজা দিয়ে প্রবশে করবে”[সহি মুসলিম, তবহরাত ৩৪৫; সুনানে তরিমযিতি আরকেটু অতিরিক্ত এসছে যে, ‘আল্লাহুম্মাজ আলনি মিনাত্তাওয়াযাবীন ওয়াজ আলনি মিনাল মুত্বাতাহ্‌রীন’ (অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে আপন তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন, আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন)[সহিহু তরিমযি গ্রন্থে (৪৮) আলবানী হাদিসটিকে ‘সহিহ’ আখ্যায়তি করছেন]

[দখুন শাইখ আল-ফাওয়ান লখিতি ‘আল-মুলাখ্বাস আল-ফকিহী’ ১/৩৬]

আপনি লিখেছেন “আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন, আমাদের নবীর প্রতিদয়া করেন”: শরয়ি বধিান হচ্ছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে ওপর দরুদ পড়া; ঠিক যভাবে আমাদের রব্ব আমাদেরকে নরিদশে দিয়েছেন। তিনি বলেন: “নশিচয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফরেশ্তাগণ নবীর জন্য দো‘আ-ইসতগেফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত (দরুদ) পাঠ কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।”[সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৬]